প্রথম আলো

তারিখ ২১ APR 2009
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম

জেলা প্রশাসকদের কাছে চিঠি

দুর্নীতি, শিক্ষা ও সরকারি সেবা বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর অনুরোধ

বিশেষ প্রতিনিধি ●

জেলায় দুর্নীতিবিরোধী কর্মকাণ্ড, শিক্ষার হালচাল এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কার্যালয়গুলোর সেবাচিত্র—এই তিনটি বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে নিয়মিত প্রতিবেদন চেয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে এসব বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য প্রত্যেক জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সই করা ওই চিঠির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ছকও দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসব প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করবেন।

এ প্রসঙ্গে সংস্থাপনসচিব ইকবাল মাহমুদ *প্রথম আলোকে* বলেন, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ওই চিঠি দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার মনে করছে গ্রামের মানুষকে তাদের দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে জানানো এবং তাদের ক্ষমতায়ন দরকার। এটা পুরোপুরি সম্ভব হলে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

দুর্নীতি প্রসঙ্গ: চিঠিতে গ্রাম থেকে জেলা সদর পর্যন্ত দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়, 'জেলা ও উপজেলার সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে দুর্নীতিবিরোধী সংস্কৃতি নির্মাণের পথে আপনার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।'

এ প্রসঙ্গে সংস্থাপনসচিব বলেন, মানুষকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে না পারলে দুর্নীতি কমানো যাবে না। আর সে ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষা: চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে একটি দক্ষ জনশক্তির ভিত গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তি, সুশীল সমাজ, বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষা বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সংস্থাপনসচিব বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান কমছে। বিশেষ করে মফস্বলে এই প্রবণতা লক্ষণীয়। সেখানে কিছু শিক্ষক ক্লাস নেন না, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে। তিনি আরও বলেন, সনদসর্বস্ব শিক্ষার এখন আর দাম নেই। এটা শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বুঝতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে।

সরকারি কার্যালয়: জেলা ও উপজেলায় কী কী সরকারি কার্যালয় আছে, সেখানে কী ধরনের সেবা দেওয়া হয়, তা স্থানীয় অনেক মানুষ জানে না। হাসপাতালে চিকিৎসক থাকার কথা, কিন্তু না থাকলে রোগীর করণীয় কিছু থাকে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিঠিতে বলা হয়েছে, সেবা প্রদানে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে। জনগণ তার সেবা ও অধিকার সম্পর্কে জানলে এবং তারা সচেতন হলে সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিও নিশ্চিত হবে। সংস্থাপনসচিব বলেন, এ তিন নির্দেশনা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজ ও সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করতেও জেলা প্রশাসকদের বলা হয়েছে।